যায়যায়দিন

তারিখ 3 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম

# রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি বিদ্যালয়কে ভিকারুননিসা ও আইডিয়ালের মতো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় এখন চলছে ভর্তির মৌসুম। মৌসুম না বলে একে বরং ভর্তিযুদ্ধ বলাই ভালো। কেননা প্রায় সব অভিভাবকই তাদের সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য ছুটছেন নামি-দামি স্কুলগুলোতে। এর জন্য নানা খরচসহ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছেন; ছেলেমেয়েদের একাধিক শিক্ষকের কাছে কোচিং করাচ্ছেন; অনেকে আবার সন্তানকে ভর্তি করিয়েছেন কোচিং সেন্টারে। সরকার থেকে যদিও এবার ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে লটারির মাধ্যমে, তবুও নানা কারণে অভিভাবকদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সন্তানকে ভালো একটি স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টা ও ছোটাছুটির বিরাম নেই। শেষ পর্যন্ত ভালো একটি স্কুলে ভর্তি করাতে না পারলে সন্তানের শিক্ষার ভবিষ্যৎ কী হবে, সে সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই অভিভাবকদের। অথচ রাজধানীতে ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোতে প্রায় বিনা বেতনে অথবা সামান্য ব্যয়ে লেখাপড়া করানো যায় প্রাথমিক স্তরে। দুঃখজনক হল, এগুলোতে তেমন ভিড় নেই। স্বচ্ছল ও মধ্যবিত্তরা প্রায় সবাই ছোটেন নামিদামি স্কুল, ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় নিদেনপক্ষে কিন্ডারগার্টেনে। এসবের অধিকাংশেরই যে মান আছে, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণসহ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অবকাঠামো আছে— এমন বলা যাবে না। বরং বলা যায়, অনেকটা ফ্যাশন অথবা চলতি হাওয়ার পন্থী হয়েই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য ছুটছেন এসব স্কুলে। এতে একদিকে বিপুল অর্থ খরচ হলেও যথাযথ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয় না। সে তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে ভালো।

তবে সমস্যাও আছে। সরকারি অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা-সংকট রয়েছে। ১২টি থানা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বাস্তবে যথেষ্ট অবহেলা ও তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাব। অনেক স্কুলেই খেলার মাঠ নেই অথবা সরকারি জায়গা বেদখল হয়ে গেছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে মাস্তান শ্রেণী ও বখাটেদের উপদ্রব। আবার অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের অভাবও রয়েছে। এমনকি পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত নেই। কেননা নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করাতে আদৌ আগ্রহী নন। পরিবর্তে এসব স্কুল প্রধানত হয়ে উঠেছে বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের শেষ অবলম্বন। স্কুলগুলো চলছেও ঢিমেতালে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যখন খুশি আসে-যায়, নিয়মিত পাঠদান হয় না, পরীক্ষাও নেয়া হয় নামকাওয়াস্তে। মোটকথা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে; পাদপ্রদীপের অন্তরালে। অথচ সরকার তথা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটু উদ্যোগ নিলেই এগুলোকে মানসম্মত করে গড়ে তুলতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি বিদ্যালয়কে ভিকারুননিসা ও আইডিয়ালের মতো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের আবারও ভর্তি করানোর জন্য উৎসুক ও আগ্রহী হয়ে উঠবেন সেসব স্কুলে। আশার কথা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালকে সামনে রেখে এরকম একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকার যদি এ প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে, তাহলে আশা করা যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অচিরেই কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠবে।